৫০

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 03 SEP 1993
পৃষ্ঠা... ১৪ ... কলাম ২ ...

আমাদের সোনার ছেলে-মেয়েরা

১৯৯৩ সালের এইচ, এস,সি পরীক্ষার ফলাফলের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। তবে সদ্য প্রকাশিত এস,এস,সি পরীক্ষার ফলাফলের রেশ এখনও কাটেনি। ফার্স্ট ডিভিশনের ছড়াছড়ি। ষ্টারের সংখ্যাও কম নয়। পরীক্ষার্থীরা খুশীর খবর দিয়েছে তাদের অভিভাবককে। এবার ৪টি শিক্ষা বোর্ডে সাধারণ বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান দুই শাখায় এক হতে ২০তম স্থানে একক অথবা যুগ্মভাবে দখল করেছে ৩০৩ জন ছাত্র-ছাত্রী। এদের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে সাধারণ বিজ্ঞান শাখায় ৫৩ জন এবং সামাজিক বিজ্ঞান শাখায় ৩৭জন, যশোর বোর্ডে সাধারণ বিজ্ঞান শাখায় ৩৮ জন, সামাজিক বিজ্ঞান শাখায় ৩৩ জন, কুমিল্লা বোর্ডে সাধারণ বিজ্ঞান শাখায় ৩৭ জন এবং সামাজিক বিজ্ঞান শাখায় ৩৪ জন, রাজশাহী বোর্ডে সাধারণ বিজ্ঞান শাখায় ৩২ জন, সামাজিক বিজ্ঞান শাখায় ৩৯ জন ছাত্র-ছাত্রী মেধাস্থান দখল করেছে। একটি মজার ব্যাপার হলো, ঢাকা বোর্ড ছাড়া অপর ৩টি বোর্ডে পৃথকভাবে মেধাস্থান দখলকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৭১ জন। ঢাকা বোর্ডে এই সংখ্যা ৯০।

এস,এস,সি পরীক্ষায় কৃতিত অর্জনের জন্য প্রতি বছরের ন্যায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবারও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। দিনটি ছিল ২৮শে আগষ্ট। ওসমানী মিলনায়তনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ নেয় সোয়া ১০টার পূর্বে। নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক মিনিট পরে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হন। মুহুর্মুহু করতালি আর আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে সারা মিলনায়তন। যেদিকে চোখ যায় শুধুই তারুণ্যের সম্মিলন। হাসি-মাখা মুখ। ঠিক যেন যুদ্ধ জয়ের আনন্দ সবার চোখে-মুখে। প্রধানমন্ত্রী ওদের হাতে প্রশংসাপত্র তুলে দেবেন। শুরু হল অনুষ্ঠান। জাতীয় সঙ্গীত বাজেনি। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত পাঠ করলেন নির্ধারিত ব্যক্তি। বক্তৃতা পর্ব শুরু হল। একে একে শিক্ষা সচিব, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী শেষে প্রধানমন্ত্রী কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বক্তৃতা করলেন। অতঃপর শুরু হল পুরস্কার ও সার্টিফিকেট বিতরণের পালা। প্রথমে ঢাকা বোর্ড, তারপর পর্যায়ক্রমে যশোর, কুমিল্লা এবং

শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ —ইত্তেফাক

রাজশাহী বোর্ডের ছাত্র ছাত্রীরা। শেষে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষায় মেধাস্থান অর্জনকারী ২৫ জন ছাত্র প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে প্রশংসাপত্র গ্রহণ করলেন।

পুরো অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত আনন্দমুখর। অনুষ্ঠান উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি সুভেনীর প্রকাশ করেছে। সুভেনীরে প্রধানমন্ত্রী কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে বাণী দিয়েছেন। বাণীতে লেখা রয়েছে "কৃতী শিক্ষার্থীদের এই সাফল্য তাদের পরবর্তী শিক্ষা জীবনে বিশেষ প্রেরণার সঞ্চার করবে। আগামী দিনে তারা আরো কৃতিত্ব অর্জন করবে বলে আমার বিশ্বাস। তাদের মেধা আর সাধনার সুফল জাতির জীবনে প্রতিফলিত হবে এবং জাতির ভবিষ্যৎ তাদের অবদানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে বলে আমি বিশ্বাস করি। কৃতী শিক্ষার্থীদের এই গৌরবময় সাফল্যের পিছনে যে সব শিক্ষক ও অভিভাবক পরিচর্যা ও দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই"। শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বাণীতে বলেছেন, "আমাদের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় গৌরবময় ফলাফলের মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে যেমন সুন্দর ও সফল করে তুলবে তেমনি দেশ ও জাতির কল্যাণে তাদের মেধা যথার্থ উপকারে আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি"।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রশংসাপত্রের পাশাপাশি বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ৪খণ্ডে নজরুল রচনাবলী প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়। নজরুলের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই উদ্যোগ প্রশংসা পাবার যোগ্য। কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে ছিল অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। সরকার প্রধানের হাত থেকে প্রশংসাপত্র গ্রহণ করা চাট্টিখানি কথা নয়। তবে অনুষ্ঠানটি দেখার সময় নানা প্রশ্ন উঁকি দিয়েছে। এস,এস,সি'র ফলাফলে দেখা যায়, শহরের স্কুল-সমূহ ভালো ফলাফল করেছে। বিশেষ করে ক্যাডেট কলেজ। গ্রামের স্কুলের তেমন কোন খবর নেই। তাহলে কি অজ পাড়াগাঁয়ে যে স্কুলটিতে লেখাপড়া করছে সে কোনদিনই কোন ছাত্র ে স্থান পাবে না? একই প্রধানমন্ত্রী প্রশংসাপত্র ক্যাডেটের ছেলেরা প্রধানমন্ত্রী... গেল বিশেষ দায়। সাধা স্কুলের ছেলে মেয়েরা গেল তাদের নিয়ম অনুযায়ী, স্বাভাবিকভাবে। একজন শিক্ষক মন্তব্য করলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে এই যে বৈষম্য, তা দূর হওয়া জরুরী।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে নানা জন নানা কথা বলেন। এস,এস,সি পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করা হল। এক বছরের মাথায় দেখা গেল নতুন নিয়ম ঠিক হয়নি। সরকার ঘোষণা দিয়েছেন '৯৬ সাল থেকে আবার নতুন নিয়ম চালু হবে। ইতিমধ্যে ৪টি বছরে কমপক্ষে ১২ থেকে ১৪ লক্ষ ছেলেমেয়ে এস,এস,সি পাস করবে। এদের দায়িত্ব কে নেবেন তা স্পষ্ট করে সরকার বলেননি।

আমরা চাই, আমাদের ছেলেমেয়েরা সুন্দর হোক। এক একজন দেশের গৌরব হয়ে বেড়ে উঠুক। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আমাদের ৫০ থেকে ৬০ হাজার ছেলেমেয়ে পড়তে গেছে। এতে শুধু মেধা পাচার হচ্ছে না, মুদ্রারও অপচয় হচ্ছে। আমরা কি মেধা পাচার রোধ করতে পারি না? দেশের প্রয়োজনে বিষয়টি ভাবা জরুরী। সেই সাথে বিত্তবানদের প্রতি অনুরোধ, বিশেষ করে গ্রামের বিত্তবান যারা আছেন তাদের প্রতিঃ কত টাকাতো কত ভাবে খরচ হয়, আপনি কি প্রতি বছর আপনার এলাকার স্কুলটির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি ঘোষণা দিতে পারেন না, কেউ মেধাস্থান দখল করতে পারলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কারটির মূল্যমান যাই হোক না কেন পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র বা ছাত্রীটিকে যদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা দেওয়া যায় অনায়াসে অন্যরা উৎসাহ পাবে। আমাদের ছেলে-মেয়েরা কম মেধাবী নয়। ওদেরকে উৎসাহ দিন। আমাদের সোনার ছেলে-মেয়েরা একদিন সোনার মানুষ হয়ে উঠবে।

> বিত্তবানদের প্রতি অনুরোধ, বিশেষ করে গ্রামের বিত্তবান যারা আছেন তাদের প্রতিঃ কত টাকাতো কত ভাবে খরচ হয়, আপনি কি প্রতি বছর আপনার এলাকার স্কুলটির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি ঘোষণা দিতে পারেন না, কেউ মেধাস্থান দখল করতে পারলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কারটির মূল্যমান যাই হোক না কেন পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র বা ছাত্রীটিকে যদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা দেওয়া যায় অনায়াসে অন্যরা উৎসাহ পাবে।

❑ রেজানুর রহমান